২০৩
দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 08 FEB 1998
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৩

মফস্বলে কলেজে শিক্ষা চিত্র

দেশের মফস্বল বা জেলা-থানা পর্যায়ে কলেজ শিক্ষার মান হ্রাস পেয়েছে নানা কারণে। নাম মাত্র কয়েকটি কলেজ ছাড়া অন্যান্য কলেজ চলছে দায়সারাভাবে। বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন

ইমরুল কায়েস রাসেল

দেশের অধিকাংশ সরকারী কলেজই মফস্বল শহরগুলোতে অবস্থিত। গ্রামগঞ্জের ছেলেমেয়েরা যাতে রাজধানীসহ অভিজাত শহরের মতো শিক্ষার পরিবেশ পায় এ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সরকার গুরুত্বের সাথে থানা সদরের পুরনো কলেজগুলো জাতীয়করণ করে থাকে। অথচ এর ফলাফল দাঁড়ায় উল্টা। দেখা যায় কলেজ সরকারীকরণের পর পরই শুরু হয় শিক্ষক-কর্মচারীদের দায়সারা কাজ কারবার। কলেজে চলতে থাকে নৈরাজ্য। একদিকে ছাত্র সংসদের নামে হট্টগোল, রোংরা রাজনীতি অন্যদিকে শিক্ষক-কর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণতা ক্ষমতার রশি ধরে টানাটানি। ফলে শিক্ষার পরিবেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় বুঝাই যাচ্ছে। বছরে এসব কলেজে ক্লাস হয় খুবই নগণ্য সময়। রাজনৈতিক অসন্তোষ, ছাত্র সংগঠনের মধ্যে মারামারি, শিক্ষকদের গাফিলতি এসব কারণে সরকারী কলেজগুলো প্রায় প্রায়ই বন্ধ হতে দেখা যায়। তবে এর মধ্যে দু'একটি কলেজ হয়ত ব্যতিক্রম— যারা নানা সমস্যা সত্ত্বেও এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে।

মফস্বলের অধিকাংশ সরকারী কলেজগুলোর ফলাফল খুবই হতাশাব্যঞ্জক। দেখা যায় এইচএসসি পরীক্ষায় যদি ১০০০ পরীক্ষার্থী অংশ নেয় তন্মধ্যে ৮০০ জনই ফেল। পাসের হার থাকে ২০%। কোন কোন কলেজে তার চেয়েও কম। অনেক সরকারী কলেজ তো ইতোমধ্যে ফেলের দিক দিয়ে নিম্নমানের বেসরকারী কলেজকেও ছাড়িয়ে গেছে।

আর ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফলের তো আরও বেহাল অবস্থা। ডিগ্রী পরীক্ষায় বেসরকারী কলেজগুলোই তাদের চেয়ে ভাল করছে।

প্রসঙ্গ: একটি আদর্শ মফস্বল কলেজ

সরকারী কলেজগুলোতে সাধারণত মফস্বলের ভাল ছাত্র/ছাত্রীরাই ভর্তি হয়। যারা স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষ তারা অর্থাভাবে ছেলেমেয়েকে রাজধানী বা জেলা শহরে রেখে ভাল কলেজে পড়াশুনা করাতে পারে না বলেই এসব কলেজে ভর্তি করান ভাল ফলাফলের আশায়। কিন্তু শেষে দেখা যায়, ভাল ফলাফল তো দূরের কথা অনেকে পাসই করতে পারে না। এই খারাপ ফলাফলের অবশ্য অনেক কারণও রয়েছে। যেমন— মফস্বলের সরকারী কলেজগুলোতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই, স্থান সঙ্কুলনে ও আসবাবপত্রের সঙ্কট এছাড়া বড় যে কারণটি তাহলো সরকারী কলেজগুলো বছরের দীর্ঘ সময়ই বন্ধ থাকে। দেখা যায় বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১৬৫ দিনও ঠিকমতো ক্লাস হয় না।

ইতোমধ্যে বর্তমান সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ মেয়াদী ছুটি সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটি নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

শিক্ষা যেহেতু জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি সেহেতু শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ছাত্র/ছাত্রীদের স্বার্থে সরকারী কলেজগুলোর উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

সরকারের উচিত সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় দক্ষ শিক্ষকের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করা এবং ছাত্র রাজনীতির নামে নোংরামি বন্ধের ব্যবস্থা নেয়া। তবেই কেবল এসব কলেজে ফিরে আসবে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ।